ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

শাহজাদা এম আকরাম, মো. জুলকারনাইন, ফারহানা রহমান,
মোস্তফা কামাল, রাজিয়া সুলতানা, মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, মুহাম্মদ বদিউজ্জামান

২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রেক্ষাপট

- সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন
- ৮ আগস্ট ড. মুহম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ – বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২১ জন (প্রধান উপদেষ্টা, ২০ জন উপদেষ্টা), চারজন বিশেষ সহকারী ও দূত (উপদেষ্টার পদমর্যাদা), এবং পাঁচজন বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
- বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কার এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত – মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে
- অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় এবং পরবর্তীতে বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ – দুর্বল অর্থনীতি; বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ; সব খাত ও প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক দলীয়করণের কারণে পতিত সরকারের সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা; দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান; দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা ব্যবস্থা; আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অরাজকতা

প্রেক্ষাপট

- কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা ছিল আইনের শাসন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার, খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কার, নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান
- সময়ের ধারাবাহিকতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য:
  - ন্যায়বিচার – বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার
  - সংস্কার – রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার
  - নির্বাচন – দ্রুততম সময়ের মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন
- এর পাশাপাশি দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ, অর্থপাচার রোধসহ রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা

যৌক্তিকতা

- গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রধান লক্ষ্য – এ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতার ওপর গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ
- ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ – কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিন এবং পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর মেয়াদের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন
- দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে সুপারিশমালা প্রস্তাব (২৮ আগস্ট ২০২৪), এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক নীতি-পরামর্শ (পলিসি অ্যাডভোকেসি) অব্যাহত
- রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ
- এর ধারাবাহিকতায় পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. অন্তর্বর্তী সময়ে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, সরকারি কার্যক্রম, দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা

২. উল্লিখিত কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা

৩. এসব কার্যক্রমের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা

গবেষণার পরিধি

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়

১. বিচার – বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার

২. সংস্কার – রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৩. নির্বাচন – সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

৪. রাষ্ট্র পরিচালনা – বিভিন্ন খাতে নিয়মিত কার্যক্রম (আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক)

৫. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ

৬. বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা – রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী

গবেষণা পদ্ধতি ও সময়

- অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের বিচার, রাষ্ট্র সংস্কার, নির্বাচন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ
- **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি:** গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ; ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার; বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই
- **তথ্যের উৎস:** সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া/ চূড়ান্ত); সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত ও বিশ্লেষণ; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট
- **গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সময়:** ৫ আগস্ট ২০২৪ – ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

গবেষণার ফলাফল

বিচারঃ জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ

অগ্রগতি

- **মামলা দায়ের –** ছাত্র-জনতার হত্যাকারী, হত্যার নির্দেশদাতা ও ইন্ধনদাতাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে ১৯ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলা ১ হাজার ৭৮৫টি (হত্যা মামলা ৮৩৭টি); চার্জশিট ১০৬টিতে যার মধ্যে হত্যা মামলা ৩১টি – পতিত সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ১২৮ জন গ্রেপ্তার
- **গণ-অভ্যুত্থানে হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ –** সারা দেশে পুলিশের বিরুদ্ধে ৭৬১টি মামলায় আসামি ১ হাজার ১৬৮ জন পুলিশ; ৬১ জন গ্রেপ্তার
- **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম –** অভিযোগ ৪৫০টি; ৪৫টি মামলায় পতিত সরকারপ্রধানসহ ২০৯ জন আসামি; গ্রেপ্তার ৮৪ জন
- **আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংশোধন –** রাজনৈতিক দলের বিচার করার সুযোগ
- **বিচারের রায় –** দুইটি মামলায় রায় ঘোষণা: একটি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড, রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শকের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড; আরেকটি মামলায় তিন পুলিশ কর্মকর্তার মৃত্যুদণ্ড প্রদান
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দুটি বেঞ্চে মোট ১২টি মামলা বিচারাধীন, ১০৫ জনের বেশি অভিযুক্ত

বিচার: জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ...

ঘাটতি

- **উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিযুক্তের গোপনে দেশত্যাগ** – দেশত্যাগে সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা সংস্থা ও স্থানীয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সহায়তার অভিযোগ
- **ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের** – ঢালাওভাবে আসামী হিসেবে নাম দেওয়া – সারা দেশে অভিযুক্ত প্রায় ১.৫ লাখ, গ্রেপ্তার ২১ হাজার ৮৫৪ জন; পতিত সরকারপ্রধানের বিরুদ্ধে মামলা ৬৬৩টি (৪৫৩টি হত্যা মামলা)
    - জুলাই আন্দোলনে বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ৪ হাজার ১৭টি মামলায় অভিযুক্ত ২ লাখ ২৪ হাজার ৮১৩ জন ও গ্রেপ্তার ৭৫ হাজার ৪০০ জন – ৫৫ ভাগ জামিনে মুক্ত
- **মামলা ও গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ** – পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা এবং চাঁদাবাজি ও হয়রানির উদ্দেশ্যে আসামি করা হয়েছে বলে অভিযোগ; আবার মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজি
- চাপের মুখে তদন্ত না করে মামলা গ্রহণ
- **বিচার প্রক্রিয়ায় প্রতিশোধপরায়ণ হয়রানি** – গ্রেপ্তারকৃতরা আদালতে আক্রমণের শিকার; আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে লাঞ্ছিত
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক/ সমালোচনা; তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন

বিচারঃ জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ...

পর্যবেক্ষণ

- বিচারপ্রক্রিয়া শুরু এবং কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ঢালাও মামলা, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট মামলা না দেওয়ার ফলে মামলার ভিত্তি দুর্বল হওয়া; মামলার প্রতিবেদন তৈরিতে চ্যালেঞ্জ – পদ্ধতিগত জটিলতা ও ঘটনার পরিষ্কার চিত্র না থাকা
- কিছু কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপের বাইরে বাস্তবে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর জবাবদিহির অগ্রগতি না থাকা – সরকারের সদিচ্ছা ও সক্ষমতার ঘাটতি
- আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরনো ধারা বিদ্যমান – অযৌক্তিক মামলা দায়ের ও বিনা বিচারে আটক, মামলায় জামিনযোগ্য হলেও জামিন না দিয়ে দীর্ঘদিন আটকে রাখা, ক্ষেত্রেবিশেষে সরকারি প্রভাব; সাংবাদিক ও পেশাজীবীদের হত্যা মামলার আসামি করা
- বিচারের রায় ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করার ইতিবাচক দৃষ্টান্ত দেখা গেলেও পুরোপুরি ন্যায্য ও আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে বিচারকার্য সম্পাদন ও বিচারের রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সমালোচনা
- বিচার প্রক্রিয়ায় দুর্বলতার কারণে প্রকৃত অপরাধীদের ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি

গুমসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার

অগ্রগতি

- জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের (ওএইচসিএইচআর) গুমসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ওপর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ
- গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে (আইসিপিপিইডি) স্বাক্ষর
- গুমের বিষয় তদন্ত ও ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কমিশন গঠন – ১ হাজার ৯১৩টি অভিযোগ দাখিল; যাচাই-বাছাই শেষে ১ হাজার ৫৬৯টি অভিযোগ সংজ্ঞা অনুযায়ী গুম হিসেবে বিবেচিত, ২৮৭টি অভিযোগ 'মিসিং অ্যান্ড ডেড' ক্যাটাগরিতে
- **গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ** – গুমের ঘটনাগুলোয় র‍্যাব, পুলিশ, ডিজিএফআইসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নাম উল্লেখ
- গুম হওয়া ব্যক্তিদের নামে তার পরিবারের কাছে 'নিখোঁজ সনদ' প্রদান করার আশ্বাস
- **বিচার** – গুম ও জুলাই অভ্যুত্থানে হত্যার ঘটনায় জড়িত সেনা সদস্যদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু; এর মধ্যে গুম-নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দুটি মামলায় এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা একটি মামলায় ১৫ জন সেনাকর্মকর্তা, আরেকটি মামলায় ১২ জন সেনা কর্মকর্তার বিচার শুরু

গুমসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার ...

ঘাটতি

- নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আলামত নষ্টের অভিযোগ সত্ত্বেও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহির আওতায় নিয়ে না আসা
- গুমের বিচারে ধীরগতির অভিযোগ
- গ্রেফতারি পরোয়ানা ও দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি সত্ত্বেও ১০ জন সেনা কর্মকর্তার বিদেশে পলায়ন রোধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা – গুমে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সেনা কর্মকর্তাদের একাংশের বিচার শুরু হলেও মূল হোতাদের অনেকেই বিচারের বাইরে
- ওএইচসিএইচআর-এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ও গুম কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও র‍্যাব বিলুপ্তি ও গোয়েন্দা বাহিনীর সংস্কার বাস্তবায়নে অগ্রগতি না থাকা, টিএফআই বিলুপ্ত না করা, অন্যদিকে র‍্যাবের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ
- এনটিএমসি বিলুপ্ত করা হলেও একই ধরনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান তৈরি

পর্যবেক্ষণ

- গুমের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর জড়িত সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের দুর্বল অবস্থান
- র‍্যাব বিলুপ্তি ও গোয়েন্দা বাহিনীর সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের দৃশ্যত নেতিবাচক অবস্থান
- মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের মামলায় অভিযুক্ত ১৫ জন সেনাকর্মকর্তাকে বৈষম্যমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সেনা কর্তৃত্বাধীন সেনানিবাসের অভ্যন্তরে সাবজেল বা উপ-কারাগারে রাখা

জুলাই যোদ্ধাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট উদ্যোগ

অগ্রগতি

- জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ
- জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠন ও 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি; গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহত ব্যক্তিদের যথাক্রমে 'জুলাই শহীদ' এবং 'জুলাই যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি
- জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন গঠন এবং আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন, চিকিৎসা সুবিধা প্রদান – ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ২৩২.৬ কোটি টাকা; ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ: ৪০৫.২ কোটি টাকা; ৭৭২ জুলাই শহীদ পরিবারকে এককালীন অনুদানের ১০ লাখ টাকা ও ১০০ পরিবারকে পুরো ৩০ লাখ টাকা প্রদান; ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ভাতা চালু; ৭ হাজার ৩০০ শহীদ পরিবার এবং আহত জুলাইযোদ্ধাকে ১১৬ কোটি ২১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান; ৭৮ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ

ঘাটতি

- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি চলমান – হতাহতদের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে বিলম্ব
- গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, সন্তোষজনক চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন ও সংঘর্ষ
- জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন কাজের পরিধি নিয়ে প্রশ্ন এবং সমন্বয়ের ঘাটতি
- অনুদান প্রদানের কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ
- "জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর" নির্মাণে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণে ঘাটতি

অগ্রগতি

- রাষ্ট্র সংস্কার এবং জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ –
    - **সংস্কার কমিশন:** দুই পর্যায়ে ১১টি বিষয় ও খাতভিত্তিক সংস্কার কমিশন গঠন (প্রথম পর্যায়ে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, জনপ্রশাসন, এবং পুলিশ প্রশাসন; দ্বিতীয় পর্যায়ে গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, নারীবিষয়ক, শ্রম বিষয়ক, এবং স্থানীয় সরকার) ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এসব কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ (প্রক্রিয়া – জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপ ও অনলাইনে মতামত সংগ্রহ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়)
    - **জাতীয় ঐকমত্য কমিশন (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫):** উদ্দেশ্য ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা, এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবগুলোর ওপর একটি জাতীয় অবস্থান তৈরি করা
        - ৩৩টি রাজনৈতিক দলের সাথে দুই পর্বে মোট ৫২টি সংলাপ অধিবেশন
        - প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টি সংস্কার কমিশনের ৯২৬টি সুপারিশের মধ্যে ১৬৬টি সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপিত
        - ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবের (কিছু ভিন্নমতসহ) ভিত্তিতে জুলাই সনদের খসড়া চূড়ান্ত; ৪৮টি সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত, যার মধ্যে ১৮টি প্রস্তাবে ভিন্নমত (‘নোট অব ডিসেন্ট’)

রাষ্ট্র সংস্কার ...

অগ্রগতি

- জুলাই জাতীয় সনদঃ রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য একটি রাজনৈতিক ঐকমত্যের দলিল; **স্বাক্ষরঃ** ২০২৫ সালের ১৭ অক্টোবর বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল ও জোটের জুলাই সনদে স্বাক্ষর; রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে ছয়টি দলের এই সনদে সই না করা; সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনের জন্য 'জাতীয় জুলাই সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' জারি
- **গণভোটঃ** চারটি প্রশ্নে মাধ্যমে জুলাই সনদের ওপর গণভোট
- ত্রয়োদশ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার সংসদ পরিচালনার পাশাপাশি সাংবিধানিক সংস্কার পরিষদের দায়িত্ব পালন

- **জুলাই ঘোষণাপত্রঃ** ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে ২৮ দফার একটি স্মারক দলিল - জুলাই বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ফ্যাসিবাদমুক্ত ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার এবং প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারের রূপরেখা; ৫ আগস্ট ২০২৫ 'জুলাই ঘোষণাপত্র' আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন

সনদের মূল প্রস্তাব

- রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি অন্তর্ভুক্ত করা; বাংলাদেশকে বহু-জাতি, বহু-গোষ্ঠী, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ হিসেবে ঘোষণা
- প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমানো
- এক ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর (একাধিক মেয়াদে মোট) প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা এবং একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের পদে না থাকার বিধান
- আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নিয়োগ
- বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ
- সাংবিধানিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (যেমনঃ ইসি, পিএসসি) বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ নিশ্চিত করা
- ক্ষমতার অপব্যবহারকে সাংবিধানিকভাবে অবৈধ নিশ্চিত করা

রাষ্ট্র সংস্কার ...

ঘাটতি

- সংস্কারের জন্য খাত বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণে কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ না করা – ১১টি কমিশন, বিভিন্ন শ্বেতপত্র ও কমিটির বাইরে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অন্য অনেক খাত, যেমন শিক্ষা, কৃষি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত কোন যুক্তিতে বাদ পড়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা না থাকা
- সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়ার অভিযোগ – ছয়টি কমিশনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকা, নারীর সংখ্যা কম থাকা, সাবেক আমলার আধিক্য, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাধান্য
- কোনো কোনো সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন) – সুপারিশ প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন, কমিশন বিলুপ্ত করার দাবি উঠলেও সংস্কারবিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা এবং সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো অবস্থান না নেওয়া
- সবগুলো সংস্কার কমিশনের কাছ থেকে সংগৃহীত অন্তর্বর্তী মেয়াদে আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা নিয়ে সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাস্তবে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি না হওয়া; অন্যদিকে প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টির বাইরের সংস্কার কমিশন, এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর শ্বেতপত্র ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোনো কর্মপরিকল্পনা না থাকা

রাষ্ট্র সংস্কার ...

ঘাটতি ...

- **আলোচনা প্রক্রিয়ায় ঘাটতি –** কোন কোন প্রস্তাব আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার কোনো ব্যাখ্যা না থাকা; কোনো রাজনৈতিক দলকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানোর মানদণ্ড পরিষ্কার না থাকা; ঐকমত্য নির্ধারণের মানদণ্ড; রাজনৈতিক দলের বাইরে অন্যান্য অংশীজনের সাথে আলোচনা না করা বা আলোচনায় সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ; প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ
- জাতীয় সংসদে নারী আসন বিষয়ে জুলাই সনদে ঐকমত্যের নামে যা হয়েছে তার ফলে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্বের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা
- কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সংস্কারের কোনো উদ্যোগ না নেওয়া – ডিজিএফআই, এসবি, ডিবি, এনএসআই
- সরকারের পুরো মেয়াদে তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গঠনে ব্যর্থতা

রাষ্ট্র সংস্কার ...

পর্যবেক্ষণ

- রাষ্ট্র সংস্কারের বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাবে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের মূল অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি
- শুরু থেকে কোনো পর্যায়ে সংস্কার-প্রতিরোধক মহলকে চিহ্নিত করে প্রতিহত করার গুরুত্ব অনুধাবন না করে বরং এই অপশক্তির কাছে ধারাবাহিকভাবে আত্মসমর্পণের ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাতিল, অনেক সংস্কার-পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এমনকি জুলাই সনদকে যুক্তিহীনভাবে লঙ্ঘন করে নেতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করা
- সংস্কার কমিশনগুলোর আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নে গুরুত্ব না দেওয়া – সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন বাদে বাকি ১০টি কমিশনের মধ্যে মোট ৩৬৭টি আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ হিসেবে চিহ্নিত হলেও মাত্র ৪৮টি সংস্কার বাস্তবায়িত (সেপ্টেম্বর ২০২৫); এর বাইরে দশটি কমিশনের মোট ১,৪১৬টি সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো সুনির্দিষ্ট পথরেখা নির্ধারিত না হওয়া
- বাস্তবে রাষ্ট্র সংস্কারের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার না হওয়া

আইনি সংস্কার

অগ্রগতি

- অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে ১১৬টি অধ্যাদেশ প্রণয়ন (৮ জুলাই ২০২৪ থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত)
- সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিশন/কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে উল্লেখযোগ্য আইনি সংস্কার - জুলাই সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান ও অন্যান্য সংস্কারমূলক সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে গণভোটের আয়োজন এবং বেশ কিছু সংস্কারমূলক অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও নির্বাহী সিদ্ধান্ত, যার কিছু সংশ্লিষ্ট সংস্কার কমিশনপ্রসূত, আর কিছু সরকারের নিজস্ব বিবেচনায় গৃহীত
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথে স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনি সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারের শীর্ষস্থানীয় অর্জনের মধ্যে অন্যতম
- কয়েকটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিচার বিভাগ ছাড়া অন্য কিছু খাত বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশ কিছু বাছাই করা পদক্ষেপ গৃহীত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভুক্ত (দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক, রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম))
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, বিচার বিভাগ ও সরকারি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত আয় ও সম্পদের বিবরণী নিয়মিত জমাদানের নীতিমালা প্রণয়ন
- গুরুত্বপূর্ণ আইনি সংস্কার – স্থানীয় সরকার (সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রতীক বরাদ্দের ধারা বাতিল); তথ্য অধিকার (সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল, তথ্য অধিকার আইনের সংশোধন); বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন বাতিল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫); বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ (বেশ কয়েকটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও হাইকোর্টের আদেশ ও নির্দেশনা জারি); ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ জারি; নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনি সংস্কার

আইনি সংস্কার ...

ঘাটতি

- মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া একতরফাভাবে অংশীজনদের সম্পৃক্ত না করে অধ্যাদেশ প্রণয়ন – সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করলেও তাদের মতামতের প্রতিফলন না হওয়া
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে খসড়া অধ্যাদেশ স্বল্প সময়ের জন্য লোক-দেখানোভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে দায় কাটানো; যেসব ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে, এমনকি বিরাগভাজন হয়ে কোনো কোনো অংশীজন অধিপরামর্শের সুযোগ করে নিয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুত সংশোধন কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া অবহেলিত, এমনকি কোনো কোনো অংশীজনদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার
- দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি অধ্যাদেশসমূহের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনস্বার্থের তুলনায় আমলাতন্ত্রসহ ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র ও জবাবদিহিহীন কর্তৃত্বের চর্চা অব্যাহত রাখার সুযোগ রাখা
  - পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ যেভাবে প্রণীত হয়েছে এর ফলে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পেশাগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করে জনকল্যাণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বাহিনী গঠনে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশনের স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে ধুলিস্যাৎ করা – লোক-দেখানো এ অধ্যাদেশে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যে এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত তথাকথিত পুলিশ কমিশন অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক ও পুলিশ আমলাদের ক্ষমতার অব্যাহত অপব্যবহারের রিসোর্ট ছাড়া আর কিছুই না হওয়া, এবং বাস্তবে এটি পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের সুরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা

আইনি সংস্কার

ঘাটতি ...

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশটি একটি আন্তর্জাতিক মানের আইন হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো যদি এক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা হয়েছিল তাদের অন্ধকারে রেখে অন্তর্ঘাতী প্রক্রিয়ায় এতে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অপ্রতিরোধ্য সুযোগ সৃষ্টি না করা হতো
- সাইবার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশে উল্লেখযোগ্য যুগোপযোগী ইতিবাচক বিধান থাকলেও প্রতিটিতে নিজস্ব আঙ্গিকে ও সামষ্টিকভাবে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে কোনো প্রকার বিচারিক সুরক্ষা ছাড়া জবাবদিহিহীনভাবে বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমত ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দমনের আইনগত ব্যবস্থা তৈরি করা, যাতে কর্তৃত্ববাদী আমলের ন্যায় ব্যাপক নজরদারিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চলমান রাখার সুযোগ রাখা

- তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের উদাসীনতা
- আইন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট খাতের কর্মচারীদের প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধনের উদ্যোগ যেখানে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা [সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫]
- সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর একটি ধারার মাধ্যমে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) সাংবিধানিক মর্যাদা খর্ব

আইনি সংস্কার

পর্যবেক্ষণ

- রাষ্ট্র সংস্কারের মূলমন্ত্র তথা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অভীষ্টের পরিপন্থী বিধান অন্তর্ভুক্ত করা – যেসব অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও এনজিও খাতের জন্য প্রযোজ্য ফরেইন ডোনেশনস (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিজ) রেগুলেশন সংশোধনমূলক অধ্যাদেশের মতো ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রতিরোধক মহল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতি স্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট
- সার্বিকভাবে আইন প্রণয়ন ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত স্বচ্ছতা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চর্চার উদাহরণ সৃষ্টি করতে না পারা

নির্বাচন

অগ্রগতি

- **নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন** – বিদ্যমান আইন অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন; এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ
- **নির্বাচনসংক্রান্ত আইনি সংস্কার**
    - গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন
    - জাতীয় সংসদে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংশোধন – ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ
    - রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধির সংশোধন
- **প্রবাসী ও পোস্টাল ভোট** – প্রথমবারের মতো প্রবাসী ভোটারদের জন্য আংশিক তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক পোস্টাল ব্যালট ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ – 'পোস্টাল ভোট অ্যাপ' তৈরি (Postal Vote BD); নিবন্ধিত পোস্টাল ভোটার ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৩ জন (প্রবাসী ৭ লাখ ৭২ হাজার ৫৪২, দেশে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪১ জন); ১২১ দেশে ব্যালট পাঠানো সম্পন্ন

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের উল্লেখযোগ্য সংশোধন

- ইভিএম বাতিল – সম্পূর্ণ ব্যালটভিত্তিক নির্বাচন
- একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে 'না ভোট'
- পলাতক (ফেরারি) আসামি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত
- দলীয় প্রতীকে ভোট – জোটের বড় দলের প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ
- নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীকে (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা
- রাজনৈতিক দলে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুদান সীমা সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা

নির্বাচন ...

অগ্রগতি

- রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সংক্রান্ত
    - অন্তর্বর্তী সময়ে ১৪টি নতুন দলের নিবন্ধন – বর্তমানে নিবন্ধিত দল ৫৯টি
    - রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে বৈধ ঘোষণা
    - আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা; পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা ও নিবন্ধন স্থগিত
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা – ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণ
- **গণভোট (২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি একই দিনে)** – নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে হওয়ায় ভোট গ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বৃদ্ধি; সরকারের পক্ষ থেকে গণভোট ও 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে এনজিও, ব্যাংক ও ব্যাংকারদের প্রচারণার নির্দেশ
- **ভোটার তালিকা হালনাগাদ** – মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন; নারী ৬ কোটি ২৮ লাখ ৭৯ হাজার ৪২ জন; পুরুষ ৬ কোটি ৪৮ হাজার ১৪ হাজার ৯০৭ জন
- **নিরাপত্তা ব্যবস্থা** – ৮-১৪ ফেব্রুয়ারি মাঠে পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসার, সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত; ৪২,৭৬১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৮,৬৬৩ (৬৭%) ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এসব কেন্দ্রে ১৭ জন নিরাপত্তাকর্মী; অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এ ৮,৫৯৭ গ্রেপ্তার, ৮৫ অস্ত্র উদ্ধার; যানবাহন ও অস্ত্র বহনে নিষেধাজ্ঞা; নির্বাচনকালে আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ

নির্বাচন ...

অগ্রগতি ...

- **নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা –** মাঠ প্রশাসনের জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ সুপার (এসপি) এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পদে ব্যাপক রদবদল; এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৫০টি জেলায় নতুন ডিসি পদায়ন
- **সীমানা পুনর্নির্ধারণ –** ৪৬ আসনে পরিবর্তন; ১,৮৯৩ আপত্তি/সুপারিশ, ৮৪ আসনে শুনানি; চারটি আসনে আইনি জটিলতায় নির্বাচন স্থগিত হলেও পরবর্তীতে দুইটি আসনে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত
- **পর্যবেক্ষক –** ৮১ স্থানীয় সংস্থা নিবন্ধিত – ৫৫ হাজার ৪৫৪ জন পর্যবেক্ষক; বিদেশি পর্যবেক্ষক ৩৩০ জন; ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ), কমনওয়েলথ, এনডিআই, আইআরআই-এর অংশগ্রহণ
- **দল ও প্রার্থী –** ৩০০টি আসনে মোট ১ হাজার ৯৯৪ জন প্রতিদ্বন্দী; এর মধ্যে ৫১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ১ হাজার ৭৩৮ জন, স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৫৬ জন

ঘাটতি

- নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আসার আগেই কতিপয় রাজনৈতিক দলের সুপারিশে নির্বাচন কমিশন গঠন করার ফলে এর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন
- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনের ক্ষেত্রে সমালোচনা – নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ (যেমন দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রায়ণ, আর্থিক স্বচ্ছতা) গ্রহণ না করা; কেবল একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে 'না' ভোটের বিধান রাখা; জোট গঠন করলেও প্রতিটি দলকে নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভিন্নমত ও বিতর্ক

নির্বাচন ...

ঘাটতি ...

- নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর হেনস্তা ও মৃত্যু – সম্ভাব্য প্রার্থীরা হামলার শিকার; তফসিল ঘোষণার পর ৩৬ দিনে সারা দেশে অন্তত ১৫ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার; ২০২৫ সালে ৪০১ রাজনৈতিক সহিংসতা, ১০২ নিহত; ১,৩৩৩ অস্ত্র নিখোঁজ; ডিপফেক ও ভুল তথ্যের বাড়তি হুমকি; সংখ্যালঘুদের ওপর ৫০-এর বেশি হামলার ফলে উদ্বেগ সৃষ্টি
- থানা থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার না হওয়া এবং নতুন করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় সহিংসতার ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা
- নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী মোট জনবলের মাত্র ৯-১০% পুলিশ সদস্য, যা সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি
- মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিশেষ করে গত তিনটি নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়া, উপদেষ্টাদের দলীয়করণ এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংশয় ও মতবিরোধ – জামায়াত, এনসিপি এবং ইসলামী আন্দোলনের মতো দলগুলোর পক্ষ থেকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন
- ৪৬টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে অসন্তোষ – উচ্চ আদালতে অন্তত ২৭টি রিট আবেদন দাখিল
- প্রায় ১২,৫৩১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের অনুপযোগী
- ইসি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বাছাই করা ৭৩টি পর্যবেক্ষক সংস্থার অনেকগুলোই ‘নামসর্বস্ব’ বা সক্ষমতাহীন বলে অভিযোগ

নির্বাচন ...

ঘাটতি ...

- প্রার্থীর মনোনয়ন যাচাই-বাছাই, ঋণ খেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্বের ভিত্তিতে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ
- হলফনামায় দাখিলকৃত তথ্য যাচাই করার সক্ষমতা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর না থাকা, অথবা থাকলেও তার পূর্ণ ব্যবহার না করা
- প্রতিটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার পারস্পরিক অভিযোগ – কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের শক্ত অবস্থান নেওয়ায় ঘাটতি

পর্যবেক্ষণ

- নির্বাচন ও গণভোট উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি, আইন ও প্রক্রিয়ায় বড় সংস্কার
- নিরাপত্তা ঝুঁকি ও এআই-এর ব্যবহার করে ভুল/অপতথ্য বড় চ্যালেঞ্জ
- নানা প্রতিকূলতা, অস্থিতিশীলতা, অসুস্থ নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ও সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়ে আশঙ্কা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত নির্বাচনমুখী পরিবেশ

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ

অগ্রগতি

- **অর্থনৈতিক শ্বেতপত্রের মাধ্যমে লুণ্ঠনের চিত্র প্রকাশ** – শ্বেতপত্র প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৯-২০২৪ সালের মধ্যে মোট প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার; সাতটি বড় প্রকল্পে ৭০% অতিরিক্ত ব্যয়; জিডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের তথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক কারসাজি
- **মামলার কার্যক্রম**
  - দুর্নীতিবিরোধী ৫৬৮টির বেশি মামলা দায়ের
  - আসামি বা অভিযুক্তের সংখ্যা ২,৭০০ জনের বেশি
  - প্রায় ১,২০০টির বেশি অভিযোগের গভীর অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা চলমান
  - বিচারিক পর্যায়ে মোট ২৬৭টি মামলার নিষ্পত্তি, যার মধ্যে ১৩৪টিতে সাজা এবং ১৩৩টিতে খালাস
  - ৩১৫টি মামলায় ইতোমধ্যে ১,০৭৮ জন আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল
  - অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে মোট ৬৬,১৪৬ কোটি টাকা মূল্যমানের অর্থ ও সম্পদ ফ্রিজ/ জব্দ; যুক্তরাজ্যে প্রায় ২৬০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৩,৬৪০ কোটি টাকা) অর্থমূল্যের সম্পদ জব্দ

আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের উদ্যোগ

- কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল করা
- কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেগুলেশন, ২০২৫-এর মাধ্যমে বাণিজ্যভিত্তিক অর্থপাচার (Trade-based Money Laundering), ট্যাক্স ফাঁকি ও সংগঠিত অর্থ অপরাধ ঠেকাতে শুল্কে ইন্টেলিজেন্স/ডেটা-ড্রিভেন রিস্ক কন্ট্রোল চালু
- দুর্নীতি/অর্থপাচার অপরাধের বিচার শুরু; বিএফআইইউ-কে ঢেলে সাজানো এবং এর স্বতন্ত্র কার্যকারিতা নিশ্চিত করা
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া চূড়ান্ত করা
- বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সেল স্থাপন

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ ...

অগ্রগতি ...

- **সরকারের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার চর্চা** – উপদেষ্টাদের ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি প্রদান, দুদকের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ এবং বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
- **সম্পদ উদ্ধার রোডম্যাপ ২০২৫ চূড়ান্তকরণ** – পাচারকৃত অর্থের সাথে জড়িত ১১টি নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও শিল্প গ্রুপকে চিহ্নিত করা; পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারের প্রচেষ্টা হিসেবে আন্তর্জাতিক ১২টি ল' ফার্ম নিয়োগের সিদ্ধান্ত; ২১টি দেশে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ (Mutual Legal Assistance Request) পাঠানো
- **ব্যাংক অ্যাকাউন্ট/সম্পদ ফ্রিজ ও সংযুক্তি** – বিএফআইইউ ও যৌথ টিমের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিবার/ব্যক্তিবর্গের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ, প্লট/ফ্ল্যাট/বাড়ি ফ্রিজ করা; বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ অ্যাটাচমেন্টের জন্য এমএলএআর–শুরু হওয়া আইনি পদক্ষেপ
- **বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত সম্পদ নিয়ে আন্তর্জাতিক মাধ্যমে মনোযোগ বৃদ্ধি** – যুক্তরাজ্যে 'বাংলাদেশের মিসিং বিলিয়নস' নিয়ে আলোচনা; কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা
- বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) বিদেশে অবস্থিত প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকার (প্রায় ৪০০ বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা বা ৩.৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি) সম্পদ শনাক্ত, যা বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ ব্যবহার করে কেনা হয়েছিল

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ ...

ঘাটতি: দুদক সংস্কার কমিশনের যেসব সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে

- বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে একটি জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল (NACS) গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ না নেওয়া – এর মধ্যে রয়েছে আইনসভা, নির্বাহী, বিচার বিভাগ, সরকারি ক্ষেত্র, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুদক, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং কর্পোরেট খাত
- জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের অধীনে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মক্ষমতা তদারকি এবং প্রতিবেদন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ন্যায়পালের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব উপেক্ষা
- কালো টাকা বৈধ করার চর্চা স্থায়ীভাবে বাতিল করার জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন না করা
- বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতাধর এবং জনস্বার্থ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি এবং প্রতিরোধ করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো তৈরি না করা
- জনসাধারণের অর্থ ও সম্পদ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের মালিকানার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রতারণা রোধ করার জন্য একটি 'সুবিধাভোগীর মালিকানা স্বচ্ছতা আইন' (Beneficial Ownership Transparency Act) প্রণয়ন না করা, যেখানে জনসাধারণের জন্য প্রবেশযোগ্য রেজিস্টারের মাধ্যমে এই ধরনের লাভজনক মালিকানার বাধ্যতামূলক প্রকাশের বিধান থাকা

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ ...

ঘাটতি: দুদক সংস্কার কমিশনের যেসব সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে ...

- রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান প্রণয়ন না করা, যার মধ্যে রয়েছে সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তাদের এবং পরিবারের সদস্যদের বার্ষিক হালনাগাদযোগ্য খাতভিত্তিক আয় এবং সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা, যা জনসাধারণের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা
- কর ফাঁকি এবং অর্থ পাচারসহ অবৈধ আর্থিক স্থানান্তর রোধের উপায় হিসেবে দেশে এবং বিদেশে সকলের আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে 'মিউচুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্স ইন ট্যাক্স ম্যাটার কনভেনশনে (MCAA)' বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি এবং 'কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (CRS)' বাস্তবায়নে উদ্যোগ না নেওয়া
- সরকারি, বেসরকারি এবং অরাষ্ট্রীয় খাতে স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা গ্রহণের সুবিধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপের (OGP)' পক্ষভুক্ত না হওয়া
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ না নেওয়া, যার মধ্যে রয়েছে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা, যাতে সৃজনশীল উপায়ে জনগণ এবং নতুন প্রজন্মকে এই ধারণাটি জানানো যায় যে দুর্নীতি কেবল একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, বরং এটি একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়ভাবে অগ্রহণযোগ্য, ধ্বংসাত্মক এবং বৈষম্যমূলক ব্যাধি

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ ...

ঘাটতি

- সংস্কারের বিষয়ে জনমনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও সরকার ও দুদক সংস্কারে 'আশু করণীয়' পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে এবং সার্বিকভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্যান্য প্রস্তাব বিষয়ে উদ্যোগ না নেওয়া
- দুদকে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাদের অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিতে কোনো উদ্যোগ না থাকা
- ২৪৯ জন "হাই-প্রোফাইল" বা শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হলেও এর অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়
- সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সমন্বয়ের অভাবে এবং আন্তর্জাতিক আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতা মোকাবিলায় উপযুক্ত কৌশলের ঘাটতির কারণে পাচারকৃত টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকার যেভাবে অশাবাদী ঘোষণা দিয়েছিল তার বাস্তবায়নে ব্যর্থতা
- অন্যদিকে কর ফাঁকি, বৃহৎ দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের পাশাপাশি সেবাখাতে ঘুষ আদায়, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, মামলা-বাণিজ্য, গ্রেফতার-বাণিজ্য, জামিন-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি প্রতিরোধেও কোনো দৃশ্যমান ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়া
- উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের আয় ও সম্পদের বিবরণী জনগণের সামনে প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি ও নীতিমালা করা হলেও এখন পর্যন্ত কারও আয় ও সম্পদের হিসাব জনগণের সামনে প্রকাশ না করা; সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নেওয়া হলেও তা যাচাই-বাছাইয়ের কোনো উদ্যোগ না থাকা – এই নির্দেশনার উদ্দেশ্য ব্যাহত

পর্যবেক্ষণ

- আগের তুলনায় দুদকের কার্যক্রমে দৃশ্যমান সক্রিয়তা দেখা দিলেও পরিস্থিতির গুণগত উন্নয়ন এখনো না হওয়া
- দুদক এখনো সরকারের ও বিশেষ করে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারা; মামলা দায়ের ও প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে এখনো পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে পুরনো ধারা বিদ্যমান – ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ক্ষমতার বাইরে থাকা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ; অনেকক্ষেত্রে সরকারের প্রশ্নবিদ্ধ পদক্ষেপের সহায়ক হিসেবে দুদকের ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত
- একদিকে দুদক সংস্কার কমিশনের আশু করণীয় সুপারিশমালা সরকার বা দুদকের নিকট প্রত্যাশিত গুরুত্ব না পাওয়া, অন্যদিকে অন্য কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করে দুদক ও সরকারি আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে দুদকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি জবাবদিহির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দেওয়া; যদিও প্রতিবেদন প্রকাশের পর এক্ষেত্রে দুদকের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের যেমন কোনো দ্বিমত ছিলো না তেমনি জুলাই সনদ অনুযায়ী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেরও নোট অফ ডিসেন্টহীন সম্মতি ছিল, যা সরকার বা দুদক কারোরই অজানা ছিল না

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: জনপ্রশাসন

অগ্রগতি

- **প্রশাসনিক রদবদল** – ২০২৪-২৫ সময়কালে পতিত সরকারের সময় দলীয় বিবেচনায় বঞ্চিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি (১,৫৪৯ জন) – এর মধ্যে অনুমোদিত পদের বাইরে (সুপারনিউমারারি পদোন্নতি) এবং ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি; চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি)
- **স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান** – কর্মকর্তাদের চাকরি-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা; সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দেওয়া; যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া যে কোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা; বিদেশে সরকারি সফরে বাধা-নিষেধ
- **সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি** – ১০ শতাংশ প্রণোদনা বৃদ্ধি (১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর); পেনশনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি; প্রশিক্ষণ ভাতা দ্বিগুণ

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: জনপ্রশাসন ...

ঘাটতি

- জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ২০৮টি সুপারিশের মধ্যে মাত্র ১৮টি 'অতি জরুরি' হিসেবে চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তিনটি (শৌচাগার সংস্কার, ভেরিফিকেশন ছাড়া পাসপোর্ট প্রাপ্তি ও গণশুনানি) বাস্তবায়িত
- সংস্কার কমিশনের অনেক সুপারিশ বাদ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিজেদের পছন্দমতো প্রস্তাব যুক্ত করে আমলাতন্ত্রের স্বার্থরক্ষার অভিযোগ
- অনুমোদিত ৩,৬৯৬টি পদের চেয়ে প্রশাসনে প্রায় দ্বিগুণ কর্মকর্তা (৬,৫৩৫ জন)
- পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতার অভিযোগ – অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার চেয়ে 'বঞ্চিত' হওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া, রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া, এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ; অন্যদিকে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে অতীতে দুর্নীতি-অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বিভাগীয় মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত, এবং আওয়ামী লীগের নানা অপকর্মের সহযোগী বলে অভিযোগ
- সরকার চুক্তিতে নিয়োগ না করার ঘোষণা করলেও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ - অবসরপ্রাপ্তদের প্রাধান্য; চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে গত সরকারের আমলে বঞ্চিত ও পদোন্নতিপ্রত্যাশী কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা
- বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলন

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: জনপ্রশাসন ...

পর্যবেক্ষণ

- জনপ্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্তহীনতা চলমান – উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব
- সংস্কারের বিরোধিতা ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনের স্বার্থ রক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য
- প্রশাসনকে দলীয়মুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা - কর্তৃত্ববাদী আমলের একচেটিয়া দলীয়করণের স্থলে দ্বি-দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা
- প্রশাসনে জনপ্রশাসন ক্যাডারের প্রভাব ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রায় অব্যাহত – আন্তঃ ক্যাডার ও গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য, পদোন্নতিতে বৈষম্য, বৈষম্যের শিকার সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন দমনে বলপ্রয়োগ, উদ্দেশ্যমূলক অধ্যাদেশ প্রণয়ন, এবং অনেক ক্ষেত্রে দুদক কর্তৃক হয়রানি
- উপযুক্ত কর্মকর্তা না থাকার পরও প্রশাসন ক্যাডারের পদ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি
- জনপ্রশাসনে পেশাদারিত্বের ঘাটতি – বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ বা দমনে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থতা, অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সরকারের তোষণমূলক নমনীয়তা

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: বিচার বিভাগ

অগ্রগতি

- বিচারকদের পদায়ন, বদলি ও নিয়ন্ত্রণে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারির মাধ্যমে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা
- 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' গঠন
- 'জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল' গঠন - উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ
- বিচারকদের বদলি-পদোন্নতির নীতিমালা প্রণয়ন
- দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা
- মামলার নিষ্পত্তি বাড়াতে পৃথক আদালত স্থাপন ও পদ সৃষ্টির উদ্যোগ – দেশের সব জেলায় পৃথক বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠনের নির্দেশনা; বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করতে দেশে প্রথম বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাদেশ জারি
- বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: বিচার বিভাগ ...

ঘাটতি

- আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ
- নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি – মামলা নিষ্পন্ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা
- বিচার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম – গণহারে আটক ও জামিন, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকেও অভিযোগ
- বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের সদিচ্ছার ঘাটতি এবং অসহযোগিতা

পর্যবেক্ষণ

- বিচার বিভাগের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও চর্চার ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান - সংস্কারের বাস্তব সাফল্য ও স্থায়িত্ব নিয়ে যৌক্তিক উদ্বেগ অব্যাহত
- বিচার বিভাগে রাজনৈতিক দলীয়করণের প্রবণতা চলমান
- বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের দলীয়করণ ন্যায়বিচারসহ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: আইন-শৃঙ্খলা

অগ্রগতি

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা – ২০২৫ এর ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' পরিচালনা – ২১ দিনে সারাদেশে ১২ হাজার ৫০০ জনকে গেপ্তার; শহীদ হাদি হত্যাকে কেন্দ্র করে ২০২৫ এর ১৩ ডিসেম্বর থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ফ্যাসিস্টদের দমনে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২' এর আওতায় ১২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ১ মাসে সারা দেশে ১৮ হাজার ৭ জনকে গ্রেপ্তার যৌথবাহিনীর
- কোনো কোনো শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার; কোনো কোনো 'মব' ও ঘটনার পর সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার
- ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ডিএমপির আট অপরাধ বিভাগের উপকমিশনারের কার্যালয়ে আটটি স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চালু এবং আদালত কর্তৃক ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৯ হাজার ৫৮৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: আইন-শৃঙ্খলা ...

ঘাটতি

- কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের সময় থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো মেয়াদেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক – খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, আন্দোলন, লুটপাট, অরাজকতা অব্যাহত
- পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা আগস্ট ২০২৪ থেকে দুই মাস করে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি
- আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ('মব') – গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনার আশংকাজনক বৃদ্ধি; 'মব' তৈরি করে দাবি আদায়ের প্রবণতা – অনেকক্ষেত্রে বলপূর্বক দাবি আদায়ে সাফল্য, সরকারের পক্ষ থেকে মবকে মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কৌশল বা পদক্ষেপের দৃশ্যমান ব্যর্থতা, এমনকি নিষ্ক্রিয়তা ও তোষণমূলক অবস্থানের কারণে অতি-ক্ষমতায়ন
- ঢালাওভাবে মামলায় আসামী হিসেবে নাম দেওয়া, গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ, রাজনৈতিক চাপ বাড়লে গ্রেপ্তার বৃদ্ধির অভিযোগ
- বিচারবহির্ভূত হত্যা – কারা হেফাজতে এবং সেনাবহিনীর হেফাজতে মৃত্যু অব্যাহত
- সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা অব্যাহত – সামাজিক অসহনশীলতা রোধে সরকারের উদাসীনতা
- দাবি আদায়ে বারবার সড়ক অবরোধের প্রবণতা রোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতা
- আন্দোলন দমন করতে পুলিশের কার্যক্রমে বৈষম্য – কোনো পক্ষের প্রতি নমনীয় আচরণ, কোনো পক্ষের ওপর নির্যাতন

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: আইন-শৃঙ্খলা ...

পর্যবেক্ষণ

- পুলিশের সংস্কার রদবদল, পদোন্নতি, বদলি, চাকরি থেকে অব্যাহতিতে সীমাবদ্ধ – পুলিশ কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রণীত অধ্যাদেশ অনুযায়ী গঠিত হলে তা পুরোপুরি অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা
- অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ দৃশ্যমান – পেশাদারিত্বের ঘাটতি, এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীকে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া হলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে ফলপ্রসূ না হওয়া
- নারী, আদিবাসী, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সহিংস অধিকার হরণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সরকারের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ ও অস্বচ্ছ, এবং সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: আর্থিক খাত

অগ্রগতি

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

- সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, নীতিসুদ বৃদ্ধি, বিনিময় হার স্থিতিশীলকরণ, ভোগ্যপণ্যে শুল্ক ও এলসি মার্জিন শিথিলকরণ এবং খাদ্য-সার আমদানিতে ঋণসুবিধার উদ্যোগ গ্রহণে মূল্যস্ফীতি হ্রাস – গড় মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০২৪-এ ১০.৮৯%, ডিসেম্বর ২০২৫-এ ৮.৪৯%

খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা

- আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে সংজ্ঞা পরিবর্তনের ফলে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত – ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১২.৫৬% থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.৭৩%
- বিদেশে অর্থ পাচার ও সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে ৩৭৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ২,৫০০ ব্যাংক হিসাবে ১৬ হাজার কোটি টাকা জব্দ-এ সংশ্লিষ্ট মামলা ১১৫টি (আগস্ট ২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত)
- ৩০০ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ

ব্যাংক খাতের সংস্কার

- ব্যাংক সম্পদের গুণগত মান পর্যালোচনা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধারসহ খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি টাস্কফোর্স গঠন
- ব্যাংক খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পরিবার ও রাজনৈতিক প্রভাবে থাকা ১২টি বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন
- আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যাংক নীতিমালা সংস্কার
- পাঁচটি দুর্বল ব্যাংক একীভূত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন; ছয়টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ
- ব্যাংক আমানত প্রবৃদ্ধি ২০ মাসে সর্বোচ্চ (নভেম্বর ২০২৫: ১০.৮০%)
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের বিধিমালা সংশোধন

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: আর্থিক খাত

অগ্রগতি

শ্রম খাত

- আইএলও'র তিনটি কনভেনশন স্বাক্ষর ও শ্রম আইন সংশোধন – ২০ জন শ্রমিকেই ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিধান

রাজস্ব ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি

- এনবিআর থেকে রাজস্ব নীতি বিভাগ পৃথক করা
- অনলাইনে আয়কর রিটার্ন বাধ্যতামূলক
- কর অটোমেশন, অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড ও কর অডিট নির্দেশিকা জারি
- ১২টি কমিশনারেট ও ৩,৫৯৭টি নতুন পদ সৃষ্টি
- গ্রিন চ্যানেলে আমদানি-রপ্তানি সুবিধা
- প্রথম বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা
- ২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব আয় ৫,৪৬০.১৮ কোটি টাকা (৭.৫৫% বৃদ্ধি)
- প্রায় ৩,৩০০ প্রবাসীর আয়কর রিটার্ন দাখিল

রিজার্ভ, বাণিজ্য ও বৈদেশিক ঋণ

- ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয়মাস পর্যন্ত মোট বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ৬২৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ তিন বছর পর প্রথমবারের মতো ব্যালেন্স অব পেমেন্টে (বিওপি) উদ্বৃত্ত, যার পরিমাণ ৩.৪ বিলিয়ন ডলার (৩৪০ কোটি ডলার); একই সময়ে বাণিজ্যঘাটতি ৯.১% হ্রাস
- অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০২৫-এ ২৮.০৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত
- প্রবাসী আয় বৃদ্ধি (২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৪.৬৯ বিলিয়ন ডলার)

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: আর্থিক খাত ...

ঘাটতি

- সংস্কারে গুরুত্ব না দেওয়া – অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধন অধ্যাদেশ অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা; অর্থনীতির সংস্কার সংক্রান্ত শ্বেতপত্রের সুপারিশ গুরুত্ব না দেওয়া
- স্থবির বেসরকারি বিনিয়োগ: কঠোর ঋণনীতি, উচ্চ সুদ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা
- জাতীয় বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ হ্রাস
- কাস্টমস বন্ড অটোমেশন ও নতুন অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড ব্যবস্থা চালু হলেও ব্যবসায়ীদের কাঙ্ক্ষিত মাত্রার সুফল না পাওয়া
- সরকারের পরিচালনা ব্যয়ের তুলনায় উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস – ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় ৬৬ লাখ ২৫ হাজার ৯১৪ কোটি টাকা; পরিচালন খাতে ৪ লাখ ৭৪ হাজার ১৪৩ কোটি (৭৬%) এবং উন্নয়ন খাতে ১ লাখ ৫১ হাজার ৭৭১ কোটি টাকা ব্যয়
- সর্বনিম্ন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়ন বরাদ্দের ৬৭.৮৫%; ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) বাস্তবায়ন ৪১ হাজার ৮৭৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১৭.৫৪%)
- আদালতে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) কনসেশন চুক্তি মাত্র ১২ দিনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ – স্বচ্ছতার ঘাটতি
- অন্তর্বর্তী সময়ে রাজস্ব ঘাটতি অব্যাহত – ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব ঘাটতি ৯২ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা; ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে রাজস্ব ঘাটতি ৬৮ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: আর্থিক খাত ...

ঘাটতি ...

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৬৭ কোটি ডলার যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৫ কোটি ডলারে নেমে এসেছে (১৭% কম) যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন
- ২০২৫ সালের জুলাইয়ের পর থেকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত কমে নভেম্বরে ঋণাত্মক ৫.৫%; ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) তৈরি পোশাকরপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৬৩% কম
- মূল্যস্ফীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য থাকলেও প্রত্যাশিত পর্যায়ে হ্রাস না পাওয়া; দারিদ্র্য বৃদ্ধি
- কারখানা বন্ধ ও শ্রমিকের চাকরিচ্যুতি
- ব্যবসা-বাণিজ্যে সিন্ডিকেটের প্রভাব অব্যাহত
- বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও টাকা ছাপানো বন্ধ না করা

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: শিক্ষা

অগ্রগতি

- দেশের উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের উদ্যোগ
- দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নে সার্চ কমিটি গঠন
- বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ – এ পর্যন্ত ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন সম্পন্ন
- বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন অ্যাডহক বা অস্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশনা
- বেসরকারি কলেজে অ্যাডহক কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ
- সরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষকদের গ্রেড একধাপ উন্নীত
- বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ এনটিআরসি'র মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত

ঘাটতি

- কাঠামোগত দুর্বলতা ও পর্যাপ্ত বাজেটের ঘাটতি অব্যাহত
- পদত্যাগ বা অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হলেও উপাচার্য নিয়োগের মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন – দুইটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের ভাগাভাগি
- শিক্ষার্থী ও 'জনতা'র চাপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ –
  - পাঠ্যপুস্তকের লেখা ও আদিবাসী সংশ্লিষ্ট গ্রাফিতির চিত্র পরিবর্তন
  - শিক্ষক নিয়োগ পদায়ন ও অপসারণ
  - বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক আন্দোলন এবং ছাত্র সংসদ কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হেনস্তা
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণে বিলম্ব

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: অন্যান্য খাত

স্বাস্থ্য

- **অগ্রগতি:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রণোদনা – সাত হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ; ট্রেইনি চিকিৎসকদের ভাতা ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত; ওষুধ সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে 'ফার্মেসি নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলার পরিকল্পনা; প্রাথমিকভাবে সারাদেশে সরকারি ৭০০ হাসপাতালে এই ফার্মেসি করার সিদ্ধান্ত; অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় ১৩৫টি নতুন ওষুধ যুক্ত করে মোট ২৯৫টিতে উন্নীত
- **ঘাটতি:** স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের ৪০০+ সুপারিশের মধ্যে ৩৩টি আশু করণীয় হলেও বাস্তবায়িত মাত্র ছয়টি; জনসাধারণের চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি; একাধিক চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ; বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা; মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি অব্যাহত

স্থানীয় সরকার

- **অগ্রগতি:** সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ
- **ঘাটতি:** স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের ১৮০টি সুপারিশের মধ্যে ৬০টি আশু করণীয় হলেও বাস্তবায়ন শূন্য; জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে সেবা প্রদানে ঘাটতি ও জনগণের দুর্ভোগ; ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি অব্যাহত; ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মেয়র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি; আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: অন্যান্য খাত

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- **অগ্রগতি:** বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিতর্কিত 'দ্রুত সরবরাহ আইন' বাতিল; বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-এর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার; নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫ প্রণয়ন; এসপিএম টার্মিনালে উন্মুক্ত দরপত্রের উদ্যোগ
- **ঘাটতি:** বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ পুনর্মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়া; বৈষম্যমূলক চুক্তি বাতিলে ব্যর্থতা; কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করেই ২০২৬-২০৫০ সালের জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত – প্রস্তাবিত/ খসড়া মহাপরিকল্পনায় চাহিদার প্রাক্কলন, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অত্যধিক আমদানিনির্ভরতা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা

পরিবেশ

- **অগ্রগতি:** নিরাপদ পানীয় জলকে সাংবিধানিক অধিকার ঘোষণা; পলিথিন নিষিদ্ধ, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ; পরিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় টেকসই পর্যটনের উদ্যোগ
- **ঘাটতি:** নদী দূষণ, নদী দখল, বন ধ্বংস, শিল্পবর্জ্য দূষণ ও বায়ু দূষণ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না থাকা; পাথর কোয়ারি বন্ধে ব্যর্থতা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষায় সরকারের পরস্পরবিরোধী আচরণ (পান্থকুঞ্জ)

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: অন্যান্য খাত

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

- **অগ্রগতি:** অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজতর করা; অভিবাসন ব্যয় কমাতে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে 'ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম' (ওইপি) চালু – অনলাইনে বিএমইটি ছাড়পত্র ইস্যু; ঢাকার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে 'প্রবাসী লাউঞ্জ' ও 'ওয়েটিং লাউঞ্জ' চালু; মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি; অন্যান্য কয়েকটি দেশের সাথে চুক্তি (ইতালি, জাপান); রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজতর করা বা প্রণোদনা বৃদ্ধি
- **ঘাটতি:** রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি হলেও বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অবনতি; দালাল ও চক্রের কারণে নির্ধারিত খরচের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা ব্যয়বৈধ পথে সুযোগের অভাব এবং দালালদের প্ররোচনায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা অব্যাহত

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

- **অগ্রগতি:** বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত; অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও সহায়তার অঙ্গীকার; পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার, দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তে সহায়তা
- **ঘাটতি:** একদিকে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, রোহিঙ্গা সংকট ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় আন্তর্জাতিক সমর্থন, অন্যদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সীমান্ত সমস্যা, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েন; বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি (মানবিক করিডোর); বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিভিন্ন অবন্ধুসুলভ আচরণ অব্যাহত

খাতভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ: শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য খাত

পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার খাতের সংস্কার সরকারের যথাযথ মনোযোগ না পাওয়া; এসব খাতে অংশীজনদের মতামতকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি চলমান
- একদিকে বিভিন্ন খাতে অস্থিরতার পেছনে রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব, অন্যদিকে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়ার প্রবণতা
- আর্থিক খাতসহ অন্যান্য খাতের সংস্কার উদ্যোগে (পরিবেশ সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি, বাজার ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি) সিন্ডিকেটের প্রভাব অব্যাহত

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: রাজনৈতিক দল

সংস্কারের ক্ষেত্রে ভূমিকা

- জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেও জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত ৮৪টি বিষয়ের মধ্যে ৫৬টি বিষয়ে কোনো না কোনো দলের ভিন্নমত ('নোট অব ডিসেন্ট')
- প্রায় ২০টি সংস্কার ইস্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ; মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে উপস্থাপিত না হওয়ার অভিযোগে সিপিবিসহ চারটি রাজনৈতিক দল, এবং জুলাই সনদ আদেশ, গণভোট এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট না থাকায় এনসিপি জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত
- জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি, নোট অব ডিসেন্ট (সংস্কার প্রস্তাবে ভিন্নমত), গণভোটের সময়কাল, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে (প্রধানত বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি) বিপরীতমুখী অবস্থানের ফলে পুরো সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি
- রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, অন্যদিকে সরকার ও ঐকমত্য কমিশন অন্য দলের পক্ষ হয়ে বা বিশেষ কোনো দলকে সুবিধা দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ; রাজনৈতিক দলগুলোর নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য/দলের স্বার্থ বিবেচনায় সংলাপে অনড় অবস্থান গ্রহণ
- সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে কয়েকটি দলের উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি (সংলাপ চলমান থাকা অবস্থায় আন্দোলন করার হুমকি, বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ সমাবেশ করা)

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: রাজনৈতিক দল ...

সংস্কারের ক্ষেত্রে ভূমিকা ...

- পাঁচটি সংস্কার কমিশনের ৮৪টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, নারী, গণমাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া
- কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ও শক্তির নারী সংস্কার কমিশন বাতিল ও কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান এবং আন্দোলন; নারী কমিশন সম্পর্কে অবমাননাকর ও অশ্লীল মন্তব্য এবং সহিংস আন্দোলন সংগঠনের পরও সরকারের নির্লিপ্ততা; এ কারণে নারী সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়ন অনিশ্চিত
- রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও সুশাসন বিষয়ক আলোচনা, বিশেষ করে রাজনীতিতে অর্থ, পেশী ও ধর্মের অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় সংস্কার উপেক্ষিত

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: রাজনৈতিক দল ...

নির্বাচন সংক্রান্ত ভূমিকা

- অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নির্বাচনের তারিখ, রাষ্ট্র সংস্কার, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ, গণভোট নিয়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিতর্ক ও সহনশীলতার ঘাটতি লক্ষণীয়
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনকে রাষ্ট্র সংস্কার ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রমের মুখোমুখি দাঁড় করানো
- নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের পর থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ও নিবন্ধনের জন্য আবেদন (১৪৫টি দল) – তবে প্রাথমিক বাছাইয়ে অধিকাংশ দলের শর্ত পূরণ করতে না পারা; উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দল নামসর্বস্ব
- মোট ১৪টি নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনে পক্ষপাত, দলীয় প্রভাব এবং দুর্নীতির অভিযোগ
- বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি
- কর্তৃত্ববাদ সরকার পতন-পরবর্তী সময়ে দেশে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলা এবং নতুন নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পূর্বের মতোই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন দ্বিদলীয় রাজনৈতিক মেরুকরণ; নতুন রাজনৈতিক শক্তির আত্মপ্রকাশ/নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাধাগ্রস্ত হওয়া
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রার্থী মনোনয়ন এবং জোট গঠনের ক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয়; মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ, পেশীশক্তি, পরিবারতন্ত্রের প্রভাব অব্যাহত – ফলে বিভিন্ন দলে ভাঙ্গন, পদত্যাগ, বহিষ্কার, দলীয় কোন্দল, সহিংসতা বৃদ্ধি – মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থী/কর্মীদের বিক্ষোভ, অবরোধ
- জুলাই জাতীয় সনদে প্রতিটি রাজনৈতিক দল কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ নারীদের মনোনয়নের অঙ্গীকার করলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৫০টি দলের মধ্যে ৩০টি দলের একজনও নারী প্রার্থী না থাকা; জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দলগুলো এবং অন্যান্য কয়েকটি দলের কোনো নারীকে মনোনয়ন না দেওয়া; দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে নারীদের হার ৩.৫ শতাংশ, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই হার ৭.৯ শতাংশ

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: রাজনৈতিক দল ...

রাষ্ট্র ও সরকারি কার্যক্রমে ভূমিকা

- কোনো স্বচ্ছ গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া বা মানদণ্ড অনুসরণ না করে সচিবালয় থেকে শুরু করে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিতে দুইটি দলের প্রভাবের অভিযোগ; অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রভাবও অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকার অভিযোগ
- সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ; বিভিন্ন সময়ে দুই ছাত্র প্রতিনিধিত্বকারী উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিএনপি'র প্রশ্ন উত্থাপন ও তাঁদের পদত্যাগ দাবি; অপরদিকে এনসিপির পক্ষ থেকে বিএনপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরকারের তিন উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবি
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পৃক্ততার অভিযোগ – 'মব' তৈরি; সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন; থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ; কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের সম্পৃক্ততায় মাজার ভাঙা, নারীদের রাস্তাঘাটে হেনস্তা, মেলা-ওরস-গান-নাটকের অনুষ্ঠান বন্ধ করা, পাঠাগারে হামলা, বিভিন্ন সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা
- প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচীর হামলা ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একটি রাজনৈতিক দলের 'ভাতৃপ্রতিম' ছাত্র সংগঠনের সম্পৃক্ততা থাকলেও সংশ্লিষ্ট দল ও সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা
- বিভিন্ন শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন মঞ্জুরের কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সহায়তা ও প্রশ্রয়ের অভিযোগ
- উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক মামলা দায়ের (কর্তৃত্ববাদী সরকারের দোসর হিসেবে/ অভ্যুত্থানে হত্যার অভিযোগ)
- সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা, সরকারের সমালোচনা এবং কর্মসূচি ঘোষণা
- অন্তর্বর্তী সরকারের কাজের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন – বন্দর ব্যবস্থাপনা, মানবিক করিডোর

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: রাজনৈতিক দল ...

রাষ্ট্র ও সরকারি কার্যক্রমে ভূমিকা ...

- বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অন্তর্কোন্দল ও সহিংসতা অব্যাহত – আগস্ট ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১৭ মাসে মোট ৬০০টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় ১৫৮ জন রাজনৈতিক কর্মী নিহত, ৭০৮২ জন আহত; এর মধ্যে ৫৫০টি ঘটনায় (৯১.৭ শতাংশ) বিএনপি, আওয়ামী লীগ ১২৪টি ঘটনায় (২০.৭ শতাংশ), এবং জামায়াত ৪৬টি ঘটনায় (৭.৭ শতাংশ) সম্পৃক্ত ছিল
- সরকার পতনের পর আওয়ামী লীগের দখলে থাকা প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমের দখল ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও সংঘাত – পরিবহন টার্মিনাল ও স্ট্যান্ড থেকে চাঁদাবাজি; সিলেটের কোয়ারি ও নদ-নদী থেকে পাথর লুটপাট; সেতু, বাজার, ঘাট, বালু মহাল ও জল মহাল ইত্যাদি ইজারা নিয়ন্ত্রণ; এসব ক্ষেত্রে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকা; কর্মীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারা

রাজনৈতিক দল/ প্ল্যাটফর্ম	সহিংসতামূলক ঘটনায় সম্পৃক্ত হওয়ার সংখ্যা*	সহিংসতামূলক ঘটনায় সম্পৃক্ত হওয়ার হার (%)
বিএনপি	৫৫০	৯১.৭
আওয়ামী লীগ	১২৪	২০.৭
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৪৬	৭.৭
এনসিপি	৭	১.২
জাতীয় পার্টি	৫	০.৮
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন	১৩	২.২
অন্যান্য	৭	১.২

* একই সহিংতার ঘটনায় একাধিক দল সম্পৃক্ত থাকার কারণে দলগুলোর সম্পৃক্ততা হিসাবের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে গণনা করা হয়েছে

তথ্যসূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: নাগরিক সমাজ

- রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ – উপদেষ্টা পরিষদ, বিভিন্ন সংস্কার কমিশন, টাস্কফোর্স, শ্বেতপত্র ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ
- রাষ্ট্র সংস্কারে নাগরিক সমাজের ভূমিকা – রাজনীতি, সংবিধান, নির্বাচন, অর্থনীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; বিভিন্ন আইনের খসড়ায় মতামত প্রদান; বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব
- দলবাজি, দখল, চাঁদাবাজি, গ্রেপ্তার ও মামলা বাণিজ্য, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ
- মানবাধিকারের পক্ষে ও রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান - নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা, মব সহিংসতা ও হয়রানির ঘটনায় প্রতিবাদ
- একাত্তর ও চব্বিশের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের দৃশ্যমান অবক্ষয়, বিশেষ করে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির প্রতি হুমকি এবং বহু-জাতি, বহু-গোষ্ঠী, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয়ের পরিপন্থী শক্তির বিকাশের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ
- তথ্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক ভূমিকা পালন
- ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা, গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ও প্রতিবাদ
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নির্বাচন, সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, গৃহীত উদ্যোগের মূল্যায়ন নিয়ে জরিপ প্রকাশ
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা – পাচারকৃত অর্থ ফেরত; জাতিসংঘ, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নাগরিক সংলাপ; ট্রানজিশনাল জাস্টিস, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা; রিপোর্টিং ও নেটওয়ার্কিং

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: গণমাধ্যম

- রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ)-এর ২০২৫ এর প্রতিবেদনে প্রেস ফ্রিডম সূচকে বাংলাদেশ ১৬ ধাপ উন্নতি করলেও গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া
- গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন স্বাধীন গণমাধ্যম ও স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্তরায় হিসেবে ১৩টি আইনের বিভিন্ন ধারা চিহ্নিত করলেও সংস্কারের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করা
- গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন সাংবাদিক সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুত করে দিলেও কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়াই তা বাদ দেওয়া; জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন ও সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন করা হলেও তা দেশে মুক্তগণমাধ্যম বিকাশে জনপ্রত্যাশার প্রতি পরিহাসস্বরূপ
- তথ্য মন্ত্রণালয় শুরুতে কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে উপদেষ্টাদের নিয়ে কমিটি গঠন করলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়া
- গণমাধ্যম নিবন্ধন দেওয়ার প্রক্রিয়া কর্তৃত্ববাদী শাসনামলের মতোই বিদ্যমান – ২০২৫ সালে একটি নতুন রাজনৈতিক দল/প্ল্যাটফর্মের দুইজন নেতাকে একাধিক টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স প্রদান করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মানদণ্ডের ঘাটতি
- প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন তালিকা সংশোধন নিয়ে সরকারের বিতর্কিত কার্যক্রম – তিন দফায় ১৬৭ জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল; সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সাংবাদিকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করা; প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা, ২০২২ সংশোধন

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: গণমাধ্যম ...

- গণমাধ্যমের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব তৈরির চেষ্টা না থাকলেও ‘মব’ সহিংসতার মাধ্যমে গণমাধ্যম কার্যালয়গুলোতে চাপ সৃষ্টি; সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনা অব্যাহত
  - ছয় জন সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে হামলায় নিহত
  - প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে নজিরবিহীনভাবে মব সৃষ্টি করে হামলা-লুটপাট-ভাঙচুর-অগ্নিকাণ্ড; সরকারের নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর ভূমিকা
  - ৪৯৭টি হয়রানির ঘটনা; প্রায় ১,১০৪ জন গণমাধ্যম কর্মী হয়রানির শিকার (আগস্ট ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫)
  - ২০৪ জনকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলায় আসামী করা; বিভিন্ন মামলায় ৩০ জন গ্রেফতার ও জামিন থেকে বঞ্চিত রাখা
  - আটটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ১১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধান বরখাস্ত, অন্তত ১৮৯ জন সাংবাদিক চাকরিচ্যুত
  - ২৯টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল; একটি অনলাইন পোর্টালের মালিকানা পরিবর্তন
- মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অপব্যবহারের প্রবণতা – সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ দল, সরকারের বিরুদ্ধে গুজব/মিথ্যা তথ্য প্রচার; বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ‘ট্যাগ’ ব্যবহারের প্রবণতা; গণমাধ্যমের ফটোকার্ড ও লোগো ব্যবহার করে অপতথ্য ছড়ানো
- প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের ঘাটতি

অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: সামরিক বাহিনী

- কর্তৃত্ববাদ পতনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
- অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম ক্ষমতার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত; রাজনীতি থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার/ ঘোষণা
- মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের একটি অংশের দেশত্যাগে অন্যান্যদের সাথে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সহায়তার অভিযোগ
- মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ২৫ জন বিভিন্ন পর্যায়ের সাবেক ও বর্তমান সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, সাবজেল ঘোষণা ও পদমর্যাদা-ভিত্তিক বৈষম্যমূলক পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাব বিস্তার
- বেসামরিক প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশের নৈতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে দৃশ্যমান ঘাটতি
- বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলাকালীন মতামত প্রকাশ – এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন
- কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়া – ডিজিএফআই, এনএসআই
- সেনাবাহিনী "নো কম্প্রোমাইজ উইথ ইনসাফ" নীতিতে ন্যায়বিচারে এবং গুম তদন্তে কমিশনকে পূর্ণ সহযোগিতা ঘোষণা, তবে প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায় অস্বীকার
- সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 'বিচারবহির্ভূত নির্যাতন' করার অভিযোগ
- মব ও বিশৃঙ্খলা দমনে কোথাও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, কোথাও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ

সুশাসনের ঘাটতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ

সুশাসনের ঘাটতির ধরন	উল্লেখযোগ্য উদাহরণ	
আইনের শাসনের ঘাটতি	▪ গ্রেপ্তার, রিমান্ড ও জামিনের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা ▪ মামলা ও গ্রেপ্তার বাণিজ্য ▪ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে গ্রেপ্তারকৃতরা বিচারপ্রক্রিয়া ও আদালতে আক্রমণের শিকার ও লাঞ্ছিত; আসামীপক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলা	▪ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি)-এর সাংবিধানিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব খর্ব ▪ পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতা ▪ বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা – কঠোর অবস্থান গ্রহণে দ্বিধা ও অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ
সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি	▪ পুলিশের বিরুদ্ধে করা বেশিরভাগ মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া ▪ বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনায় অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন ▪ বিচারক ও কৌঁসুলিদের দলনিরপেক্ষ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি ▪ অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রকৃত তালিকা চূড়ান্ত করতে না পারা ▪ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্ষমতার ঘাটতি	▪ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা ▪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা ▪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত না করা ▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের ফলে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদান বিঘ্নিত

সুশাসনের ঘাটতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ...

সুশাসনের ঘাটতির ধরন	উল্লেখযোগ্য উদাহরণ	
স্বচ্ছতার ঘাটতি	▪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও অব্যাহতিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি – সরকারের উচ্চপর্যায়ের পদ; আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও বিচার বিভাগে বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও কর্মকর্তা; প্রশাসন; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও ও কোষাধ্যক্ষের নিয়োগ ▪ বিভিন্ন জনের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি ▪ গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার অভাব: চুক্তি প্রকাশ না করা – বিদ্যুৎ খাতের চুক্তি; চট্টগ্রাম বন্দরের চুক্তি ▪ রাখাইনে ‘মানবিক করিডর’ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি ▪ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না করা	▪ আইসিটি টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শ্বেতপত্র প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশের পর কোন কারণ উল্লেখ ব্যতীত ওয়েবসাইট থেকে অপসারণ; শ্বেতপত্র প্রতিবেদনে পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে গুটিকয়েক কর্মকর্তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দুর্নীতি-অনিয়মে অভিযুক্ত অন্যতমদের তদন্তের বাইরে রাখার সুযোগ তৈরির অভিযোগ ▪ সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা ▪ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা অব্যাহত ▪ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পরিচালনা পর্ষদে সরকারের একজন উপদেষ্টা, বিশেষ সহকারী এবং নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিবকে নতুন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ

সুশাসনের ঘাটতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ...

সুশাসনের ঘাটতির ধরন	উল্লেখযোগ্য উদাহরণ	
সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি	▪ সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়া ▪ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করা ▪ এনবিআর ভেঙ্গে দুটি নতুন বিভাগ গঠনের ক্ষেত্রে অংশীজন প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উপেক্ষিত	▪ কোনো অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করে ২০২৬-২০৫০ সালের জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত ▪ ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ইস্যুতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি
সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন	▪ সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স নির্ধারণ ▪ সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার	▪ আইন প্রণয়নের পর প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধন (সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ; রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ)
জবাবদিহির ঘাটতি	▪ অভিযুক্তদের দেশত্যাগে সহায়তাকারীদের জবাবদিহির আওতায় না আনা	▪ গুমের আলামত নষ্টের সাথে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় না আনা
রাজনৈতিক প্রভাব	▪ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে রাজনৈতিক প্রভাব ▪ স্থানীয় সরকার (ঢাকা ওয়াসার এমডি নিয়োগ) ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের (ক্রিকেট বোর্ড গঠনে) অধীন সংস্থাগুলোতে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ	▪ উপদেষ্টা পর্যায়ে নিয়োগে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ▪ দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি ও খালাসে রাজনৈতিক প্রভাব ▪ বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের লাইসেন্স প্রদানে রাজনৈতিক প্রভাব, দলীয় ঘনিষ্ঠতা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

সুশাসনের ঘাটতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ...

সুশাসনের ঘাটতির ধরন	উল্লেখযোগ্য উদাহরণ	
ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব	▪ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব ▪ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ▪ গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা হ্রাস ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ▪ নিজ এলাকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন, নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ ▪ একজন উপদেষ্টার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে একই খাতে নতুন ব্যবসা শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ	▪ একজন উপদেষ্টার নিজ এলাকায় স্বার্থের দ্বন্দ্বে দুষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও মন্দিরে বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ; উপদেষ্টার বাবার নামে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে (এলজিইডি) ঠিকাদারি লাইসেন্স ▪ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে স্থগিত হওয়া ও তদন্তনাধীন একটি প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর চাপ প্রয়োগ ও দুদকের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা
দুর্নীতি	▪ বঞ্চিত হওয়ার নামে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায় ▪ ডিসি পদায়নে দুর্নীতির অভিযোগ – অর্থের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদের দোসরদের পুনর্বাসন ▪ স্থানীয় সরকারে ক্রয়ে দুর্নীতি ▪ পিপিপি আইন ও নীতি লঙ্ঘন করে চট্টগ্রাম বন্দরে চুক্তি	▪ কমপক্ষে দুইজন উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার দুর্নীতি ▪ মাঠ পর্যায়ে সেবাখাতে দুর্নীতি অব্যাহত – বিআরটিএ, পাসপোর্ট, ভূমি, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন সেবাখাত

- বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অসামান্য অর্জন – রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ; এ অভীষ্ট অর্জনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সময়ে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাষ্ট্র সংস্কার, বিচার ও নির্বাচনের অবকাঠামো তৈরি; তবে এ অবকাঠামো পর্যাপ্ত শক্তিশালী না হওয়া – তিনটি ক্ষেত্রেই বিশেষ করে রাষ্ট্র সংস্কারের ভিত্তি যতটুকু মজবুত হতে পারতো ততটুকু হয়নি। এ ভিত্তির ওপর রাষ্ট্র সংস্কারের বাস্তব সুফল অর্জনের পথে ইতোমধ্যে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি, যা ভবিষ্যতে আরও প্রবল হওয়ার আশঙ্কা
- **সংস্কার** – রাষ্ট্র সংস্কারের বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছানো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলেও রাষ্ট্র সংস্কারের মূলমন্ত্র তথা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অভীষ্টের জন্য অপরিহার্য বিধান সম্পর্কে জুলাই সনদে ঐকমত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের প্রতিরোধের ফলে সংস্কারের ভিত্তি দুর্বল হওয়া; পরবর্তীতে অধ্যাদেশ ও সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক মহল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী মহলের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতি স্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট
    - আশু বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কারে অগ্রগতি অর্জনে সরকারের ব্যর্থতা এবং বিশেষ করে জুলাই সনদের আওতার বাইরে সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ না থাকা; এছাড়া সংস্কার প্রতিরোধক ঝুঁকি বিশ্লেষণে আগ্রহ না থাকার কারণে প্রতিরোধক শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

- **বিচার** – কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে এবং জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলেও যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি
- **নির্বাচন** – বিভিন্ন অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা সত্ত্বেও নির্বাচনী কার্যক্রম চলমান, তবে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার প্রবণতা অব্যাহত
- **রাষ্ট্র পরিচালনা** –
  - একদিকে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে একদলের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারা অব্যাহত
  - পুলিশ-প্রশাসনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা – এসব ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান
  - সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা; প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি; সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা
  - রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না করা; সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা অব্যাহত – অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে বিষয়টি গুরুত্ব না পাওয়া; উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের চর্চা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সত্ত্বেও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপনে ব্যর্থতা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

- সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত – সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় ভিত্তি স্থাপনে ব্যর্থতা – সর্বোপরি সংস্কারের নামে গৃহীত উদ্যোগ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাস্তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং প্রত্যাশা পূরণে ক্ষেত্রবিশেষে উল্টো যাত্রা
- নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে নতুন ও পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন-আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এই প্রত্যাশা পূরণের কোনো দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত না থাকা – দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতি, ক্ষমতার রাজনীতি, অর্থ, পেশি ও ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক চর্চা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, এবং প্রথাগত নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন অব্যাহত
- অর্থ, পেশি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির হাতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের জিম্মি দশা
- ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান – অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক; সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার, সকলের সমান অধিকার, সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারের ব্যর্থতা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা বা তোষণমূলক অবস্থানের কারণে ধর্মান্ধদের ক্ষমতায়ন
- অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুর দিকে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমে নাগরিক সমাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তাদের অগ্রাহ্য করার প্রবণতা – বিভিন্ন সংস্কারে নাগরিক সমাজের সুপারিশ উপেক্ষা; অন্যদিকে সরকারের মধ্যে নাগরিক সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ থাকলেও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ, যার ফলে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে সাধারণ জনগণের নেতিবাচক ধারণার বিস্তার
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দৃশ্যমান ব্যর্থতা – গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এখন রাষ্ট্রের পাশাপাশি অতিক্ষমতায়িত অরাষ্ট্রীয় শক্তির হাতে জিম্মি; অন্যদিকে গণমাধ্যমের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ শত্রুর অস্তিত্ব বিদ্যমান

ধন্যবাদ

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মাসওয়ারি অপরাধসংক্রান্ত মামলা (আগস্ট ২০২৪ - ডিসেম্বর ২০২৫)

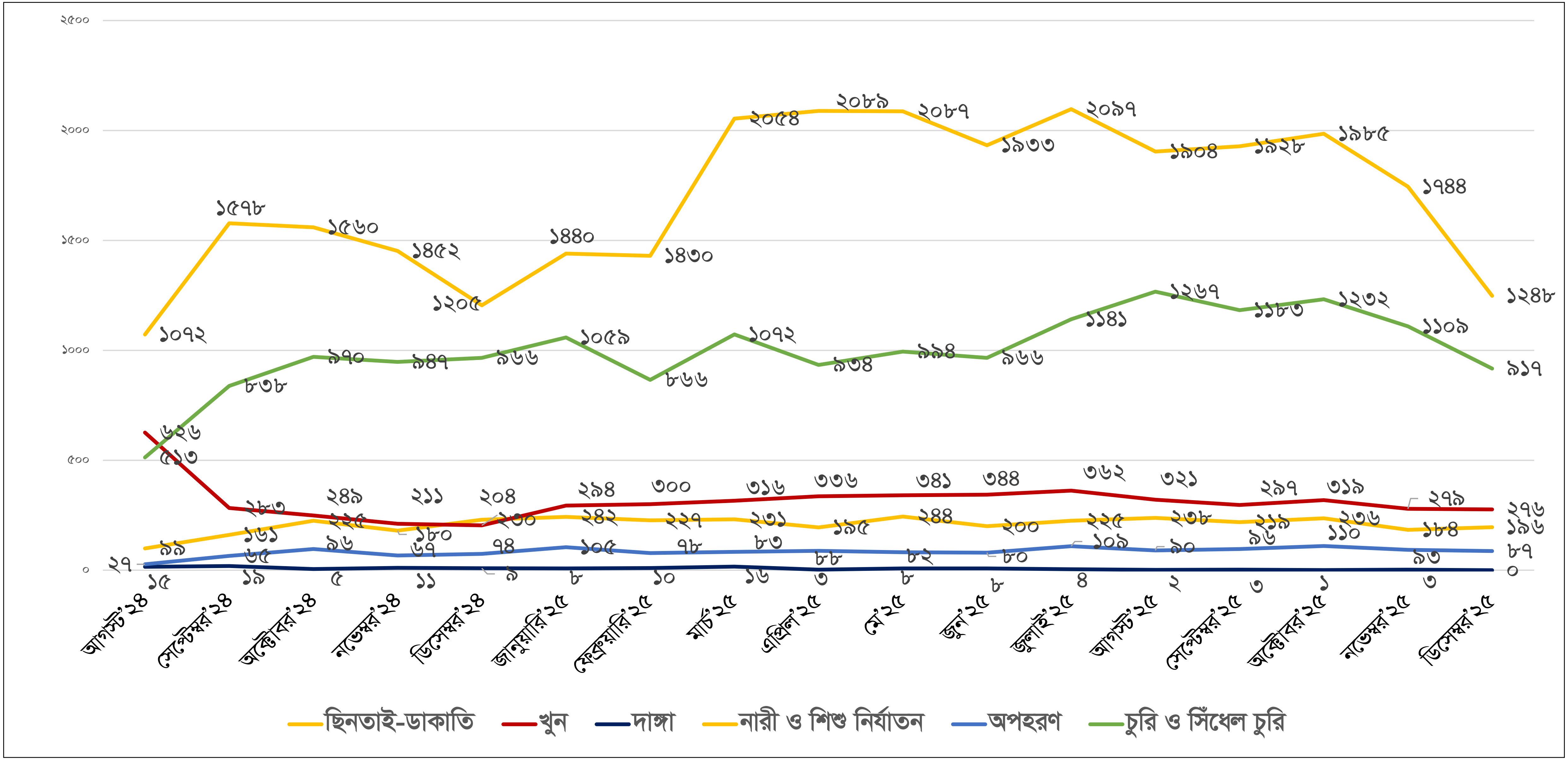

সূত্র: অপরাধসংক্রান্ত মামলা, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ২২ জানুয়ারি ২০২৬